কৃষি সুপারিশ

৭ - ১০ ই এপ্রিল ,২০২২ (২৩-২৬ ই চৈত্র ১৪২৮)

গম- ঝলো ভূষা রোগ দেখা দিলে সকালবেলায় ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে আক্রান্ত শিষ শীষ গুলি কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অন্যথায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে এবং ঐ ক্ষেতের উৎপাদিত দানা বীজ হিসেবে ব্যবহার কর যাবে না। ৮০ শতাংশ গম পেকে গেলে ফসল কেটে নেওয়া দরকার।

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বোরো ধান- রোয়ার ২০-২৫ দিন ও ৩৫-৪০ দিন পরে দুবার নিড়ানি যন্ত্র ব হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে মাটি ভালো করে ঘেঁটে দিতে হবে।জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

বোরো ধানে ঝলসা রোগ দেখা দিতে পারে। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার যখন আপেক্ষিক আদ্রতা ৯০ শতাংশ, রাতের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম থাকে, তখন এই রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত জমিতে ট্রাইসাইক্লাজোল ৫০%, ০.৫ গ্রাম বা আইসো-প্রোথিওলেন ৪০%, ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

বোরোধানে বাদামী শোষকপোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গুছির গোড়ায় নজর রাখতে হবে, জমিতে আড়াআড়ি ভাবে ঘুরে ঘুরে গুছির গোড়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সূর্যমুখী- ফুলের পেছনদিক হলদে নরম তুলতুলে হয়ে গেলে এবং বীজ কালো ও শক্ত হলে ফসল কেটে নিতে হবে।

চীনাবাদাম- বোনার ৩০-৩৫ দিন পর গাছের পেগিং এর সময় একর প্রতি ৮০-১০০ কেজি জিপসাম সারির মাঝে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। শুঁয়ো পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস্ ,কুইনালফস্ বা ফেনভেলারেট আক্রান্ত ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।বাদামের পাতায় এই সময়ে টিক্কা বা মরচে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে । এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব বা মটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ + ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

চৈতি মুগ - বোনার ৩০ দিনের মাথায় ১টা সেচের প্রয়োজন হয়।বোনার ৩০ তেন ও ৪৫ দিনের মাথায় ২ % ডি.এপি দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন।বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় ০.৫ চিলেটেড জিঙ্ক, ৪ সপ্তাহের মাথায় ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট ও ৫সপ্তাহের মাথায় ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল - ঘন গাছ পাতলা করে প্রতি বর্গমিটারে তিলেত্তমার জন্য ৩৫-৪০টি এবং রমার জন্য ৪০-৫০ টি রাখা প্রয়োজন।তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে।এই ফসলের প্রধান রোগ ফাইলোডী ও পাতা মোড়া। এই রোগ শোষক পোকা যথা জাবপোকা বা শ্যামাপোকার মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। প্রতিকার হিসেবে মিথাইল-ডিমেটন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিসটক্স বা ডাইমিথোয়েট ২০ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

আখ- আখ বসানোর ৪০-৪৫ দিন পর ও ৮০-৯০ দিন পর বিঘা প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রতিবারে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট- উত্তরবঙ্গের অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত উচু এলাকায় তিতা পাটের উন্নত জাত -- সোনলীপদ্মা, রেশমা ইত্যাদি ফেব্রুয়ারির মাঝ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত বোন যায়। বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ বা পলি-দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় । মাটির পি.এইচ ৬ .০- ৭ .৫ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়।মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখীতোষা, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান-১, বিধান-২, বিধান-৩ ইত্যাদি।

মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কেজি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২.৫ কেজি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে প্রতি বর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারএর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),

পশ্চিমবঙ্গ